দৈনিক খবর

তারিখ ... ২৭।৮।৯১ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

ঢাকাঃ মঙ্গলবার, ১১ই ভাদ্র, ১৩৯৮ বাংলা

এই অনিশ্চয়তা আর কতদিন?

'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড' বলে আমরা যখন বড় বড় বক্তৃতা দিচ্ছি, তখন দেখতে পাচ্ছি একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দৈনিক খবরে প্রকাশিত এতদসংক্রান্ত এক রিপোর্টে দেশের ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ ১৬৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার যে খবর পরিবেশন করা হয়েছে, তা থেকে ধারণা হয় দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই বুঝিবা ভেঙ্গে গেছে। নতুবা মাত্র দু'মাস সময়কালের মধ্যে চার চারটি বিশ্ববিদ্যালয়সহ এতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয় কেমন করে! বন্ধ হয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। মাঝখানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। বলা বাহুল্য যে, এ সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ উল্লেখিত সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে সন্ত্রাস। অর্থাৎ সন্ত্রাসের মুখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সন্ত্রাসী কার্যকলাপের দরুন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন যখন হুমকির সম্মুখীন হয়, তখন ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়া ছাড়া কর্তৃপক্ষের কোন গত্যন্তর থাকে না। কেননা ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নেই কর্তৃপক্ষকে সে ধরনের ব্যবস্থা নিতে হয়। আমাদেরও তাই বিশ্বাস, সে ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো বলেই কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ ১৬৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ রাখার ঘোষণা দিতে হয়েছে। আমাদের অভিযোগ বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নয়। এ নিয়ে আমাদের প্রশ্ন তোলারও কিছু নেই। প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে কর্তৃপক্ষ যা ভালো মনে করেছেন তাই করেছেন। আমাদের প্রশ্ন শুধু এখানেই যে, আর কতদিন এই অনিশ্চয়তা বিরাজ করবে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঘিরে?

বড় আশা নিয়ে অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তারা বাবা-মার মুখ উজ্জ্বল করবে-- অভিভাবক হিসেবে প্রত্যেকেই যেমন এমন আশা পোষণ করে, তেমনি জাতিও তাদের দিয়ে কম আশা করে না। তারা মানুষ হবে, যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলবে দেশ মাতৃকার সেবার জন্যে। ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তো তাদের হাতেই। আর সেই নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনের জন্যেই তো জ্ঞান চর্চার প্রয়োজন। এই জ্ঞান লাভের জন্যেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যার্থীরা আসে লেখাপড়ার মাধ্যমে জ্ঞানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে। আর সেই অর্জিত জ্ঞানই কর্মজীবনে তারা কাজে লাগিয়ে দেশ ও দশের সেবা করার প্রয়াস পায়। সুতরাং অভিভাবকরা তো বটেই, এমনকি বিবেকবান সচেতন মানুষ মাত্রেই এই আশা করেন যে, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবন নির্বিঘ্ন হোক, সুন্দর ও নির্মল পরিবেশে তারা লেখাপড়া করুক এবং দেশের উপযুক্ত সন্তান হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিপূর্ণ সুযোগ লাভ করুক।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, সেই কাঙ্খিত পরিবেশ প্রায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আজকাল আর দেখা যাচ্ছে না। অস্ত্রের ঝনঝনানিতে প্রকম্পিত হচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষাঙ্গনে গোলা-গুলী, বোমাবাজি, মারদাঙ্গা এসব যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। আর এসব সন্ত্রাসী ও হিংসাত্মক ঘটনায় প্রায়ই শিক্ষাঙ্গনগুলোর মত পবিত্র প্রতিষ্ঠান রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাচ্ছে। হতাহত হচ্ছে অসংখ্য ছাত্র। আর এমনতর সন্ত্রাসের মুখেই কর্তৃপক্ষ নিরুপায় হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছেন।

শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের নিরাপত্তার জন্যেই নয়, জাতীয় অস্তিত্বের প্রশ্নেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সন্ত্রাসের কবল থেকে মুক্ত রাখার জন্যে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কেননা আমাদের দারিদ্র্য, সামগ্রিক পশ্চাৎপদতা- যাই বলি না কেন সবকিছুর মূলে রয়েছে এই শিক্ষার সংকট। আমরা যদি জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই অথবা দেশকে দ্রুত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, তা হলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নির্বিঘ্ন ও নিষ্কন্টক রাখার মাধ্যমেই তা কেবল সম্ভব হতে পারে। শিক্ষাই আমাদের উত্তরণের প্রধান বাহন। এ জন্যে সমস্ত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার পরিকল্পনা যেমন আমাদের থাকতে হবে, তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়ার উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার জন্যেও আমাদের বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। আর এই পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত হতে হবে সর্বসম্মত। গণতন্ত্রের প্রশ্নে আমরা যেমন একমত হতে পেরেছি, শিক্ষার মত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতেও আমাদের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতে হবে। আমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করতে হবে শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতির নামে সংঘাত ও সংঘর্ষের কেন্দ্রবিন্দু হতে দেবো না। সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের যূপকাষ্ঠে নিঃস্বার্থ ও নির্মোহ ছাত্রদের বলিদান আর যেন আমাদের ইতিহাসকে কলংকিত না করে-- সেই অঙ্গীকারও আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আর যেন কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাঙ্গনে এসে লাশ হয়ে ফিরতে না হয়- সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে আমাদের দলমতনির্বিশেষে একযোগে কাজ করতে হবে।

আমরা সত্যিই আশান্বিত হয়েছিলাম জেনে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ একটা বাস্তবমুখী প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। এতদুদ্দেশ্যে একটি সংসদীয় কমিটিও গঠন করা হয় সরকার ও বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে। কিন্তু রিপোর্ট সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি, এই কমিটি নাকি এখনও বৈঠকে বসেনি। যেখানে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাস আর হিংসাত্মক ঘটনার ফলশ্রুতিতে এবং একই কারণে বাদবাকী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভবিষ্যৎও যেখানে গভীর অনিশ্চয়তার সম্মুখীন-- সেখানে এমন একটি গুরুতর সমস্যার সমাধানকল্পে কেন অযথা কালক্ষেপণ করা হচ্ছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। আমরা সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাসের মাধ্যমে বিভিন্ন দলের মধ্যে সমঝোতা ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য স্থাপনের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছি তা আরো সার্থক হতো, যদি আমরা একই ধারায় শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার ব্যাপারে একটা সর্বসম্মত ফর্মূলা উদ্ভাবন করতে পারতাম। আশা করি, শিগ্‌গিরই এ ব্যাপারে সকলের মত নিয়ে একটি বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। আমরা এই আশাও পোষণ করছি যে, সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে এনে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বন্ধ থাকা অপরাপর প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে খুলে দেয়া হবে।